আমূল বাধ্যতা এবং শিষ্যত্বের মূল্য

২৮ জুন ২০২৬ | পেন্টেকস্টের পর ৫ম রবিবার

> **শাস্ত্রপাঠ:** আদিপুস্তক ২২:১-১৪ | গীতসংহিতা ১১৯:১-১৬ | প্রকাশিত বাক্য ১৪:১-৫ | লূক ১৪:২৫-৩৩

> **মূল পদ:** "এইরূপে তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপন সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।"
> — লূক ১৪:৩৩

ভূমিকা

খ্রিস্টিয় যাত্রা সুবিধার নয়, বরং বিশ্বাসের গভীর প্রত্যয়ের যাত্রা। খ্রিস্টকে অনুসরণ করা কোনো আরামদায়ক ভ্রমণ নয়, বরং একটি ব্যয়বহুল অঙ্গীকার। আজকের দিনে, যেখানে আরাম-আয়েশ, সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মহিমান্বিত করা হয়, সেখানে যীশুর আমূল বাধ্যতা ও শিষ্যত্বের আহ্বান একটি সংস্কৃতি-বিরোধী চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে আসে। আজকের পাঠসমূহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত শিষ্যত্ব সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, বিশ্বাসে বাধ্যতা, নৈতিক সততা এবং আধ্যাত্মিক মনোযোগ দাবি করে।

ঈশ্বরের অবোধ্য আদেশের প্রতি অব্রাহামের বাধ্যতা থেকে শুরু করে ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি গীতরচকের প্রেম, প্রকাশিত বাক্যে উদ্ধারপ্রাপ্তদের দর্শন এবং পরিশেষে শিষ্যত্ব গ্রহণের মূল্য সম্পর্কে যীশুর নিজস্ব বাণী—সবই আমাদের আমন্ত্রণ জানায় প্রকৃত শিষ্যত্বের পথ পরীক্ষা করে দেখার জন্য। আজকের লেকশনারি পাঠের ভিত্তিতে আমরা আমূল বাধ্যতা এবং শিষ্যত্বের চারটি মূল দিক আলোচনা করব।

১. ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সারিবদ্ধ হৃদয় (গীতসংহিতা ১১৯:১-১৬)

গীতরচক একটি ঘোষণার মাধ্যমে শুরু করেন: "ধন্য তাহারা, যাহাদের আচরণ অনিন্দনীয়, যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থার অনুবর্তী হইয়া চলে" (পদ ১)। আমূল বাধ্যতার সূচনা হয় ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি এক গভীর ভালোবাসা থেকে। বিভ্রান্তি ও নৈতিক অস্পষ্টতায় ভরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের কম্পাস বা দিকনির্দেশক। গীতরচক স্বীকার করেছেন, "আমি তোমার বাক্য হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি" (পদ ১১)।

আজকে আমরা এমন সব দর্শন এবং জীবনধারার সম্মুখীন হচ্ছি যা ঈশ্বরের সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক। তবুও, শিষ্য হিসেবে আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত ঈশ্বরের বাক্যকে অন্তরে ধারণ করা, যা আমাদের চিন্তা, মূল্যবোধ এবং কাজকে রূপ দেবে। শাস্ত্রের এই অভ্যন্তরীণ নোঙর কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, বরং আমাদের রূপান্তরিত করে। আমূল বাধ্যতা কোনো অনিচ্ছাকৃত বশ্যতা নয়, বরং ঈশ্বরের আদেশের প্রতি এক আনন্দময় ভক্তি।

> **দৃষ্টান্ত:** কর্পোরেট ক্ষেত্রে কর্মরত এক তরুণ খ্রিস্টানকে হিসাবের খাতায় কারচুপি না করার জন্য উপহাস করা হয়েছিল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কেন সে আপস করছে না, সে উত্তর দিল, "কারণ ঈশ্বরের বাক্যই আমার প্রথম নিয়ম।" তার এই বাধ্যতা তাকে অনেকের কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিল, কিন্তু তাকে দিয়েছিল গভীর অন্তরের শান্তি।

২. কষ্ট হলেও বিশ্বাস করা এবং বাধ্য থাকা (আদিপুস্তক ২২:১-১৪)

অব্রাহামকে যখন তার পুত্র ইসহাককে উৎসর্গ করার জন্য বলা হয়েছিল, সেই বিবরণটি বাইবেলে আমূল বাধ্যতার সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণগুলির একটি। অব্রাহামকে কেবল তার প্রিয় পুত্রকেই নয়, বরং তার ভবিষ্যৎ, তার আশা এবং ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিজ্ঞাকেও সমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবুও, কোনো প্রশ্ন না তুলে তিনি বাধ্য হলেন। এই ধরনের বাধ্যতা অত্যন্ত মূল্য দাবি করে।

আমূল বাধ্যতা সর্বদা লৌকিক যুক্তির সাথে মেলে না, তবে এটি ঈশ্বরের চরিত্রের প্রতি গভীর বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। অব্রাহাম সেই স্থানের নাম রাখলেন "যিহোবা-যিরি" বা "সদাপ্রভুই জোগান দিবেন" (পদ ১৪), যা দেখায় যে বাধ্যতাই ঐশ্বরিক জোগানের দ্বার উন্মোচন করে। আমাদের জীবনেও খ্রিস্টের খাতিরে সম্পর্ক, কর্মজীবন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আরাম-আয়েশ ত্যাগ করার প্রয়োজন হতে পারে। অব্রাহামের মতো আমাদেরও আত্মসমর্পণের পাহাড়ে আরোহণ করতে হবে, এই বিশ্বাসে যে ঈশ্বর সবকিছু দেখছেন এবং তিনিই জোগান দেবেন।

> **দৃষ্টান্ত:** এক মিশনারী দম্পতি একটি উপজাতীয় গ্রামে সেবা করার জন্য পাশ্চাত্যের লাভজনক চাকরি এবং আরামদায়ক জীবন ছেড়ে চলে যান। যখন তাদের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা বললেন, "কারণ ঈশ্বর আমাদের যেতে বলেছেন। সেটুকুই যথেষ্ট।" বহু বছর পর, আজ সেই গ্রামে একটি গির্জা ও স্কুল রয়েছে এবং মানুষের জীবন রূপান্তরিত হয়েছে।

৩. পবিত্রতা এবং বিশ্বস্ততা দ্বারা চিহ্নিত (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১-৫)

প্রকাশিত বাক্যের দর্শনে একটি দলকে মেষশাবকের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যাদের কপালে তাঁর নাম চিহ্নিত এবং তারা এক নতুন গান গাইছে। এরা তারাই যারা নিজেদের কলঙ্কিত করেনি এবং মেষশাবক যে কোনো স্থানে যান, তাঁর অনুগমন করে। এই রূপক অংশটি পবিত্রতা, আনুগত্য এবং আধ্যাত্মিক সততাকে তুলে ধরে। আজকের যুগে শিষ্যত্ব আমাদের দুর্নীতি, আপস এবং জাগতিক প্রলোভনকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানায়।

আমাদের এমনভাবে বাঁচতে হবে যেন আমরা খ্রিস্টের দ্বারা চিহ্নিত—কেবল আমাদের কথায় নয়, আমাদের জীবনেও তা প্রকাশ পায়। আমূল বাধ্যতা মানে সততার সংকীর্ণ পথ বেছে নেওয়া, যখন অন্যরা সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ খোঁজে।

> **দৃষ্টান্ত:** খ্রিস্টধর্মের প্রতি বৈরী এক দেশে একটি তরুণী মেয়েকে বাইবেল রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যখন তাকে বলা হলো যীশুকে অস্বীকার করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, সে উত্তর দিল, "যিনি আমার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আমি তাঁকে অস্বীকার করতে পারি না।" তার এই বিশ্বাস অনেককে খ্রিস্টের অনুসারী হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

৪. পূর্ণ আত্মসমর্পণে খ্রিস্টের অনুগমন (লূক ১৪:২৫-৩৩)

সুসমাচারের পাঠে যীশু শিষ্যত্বের একটি অত্যন্ত গম্ভীর বিবরণ দিয়েছেন: "যে কেহ আপন ক্রুশ বহন করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আইসে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না" (পদ ২৭)। তিনি পরিবারকে অপ্রিয় বলা, ক্রুশ বহন করা এবং সর্বস্ব ত্যাগ করার কথা বলেছেন—যা আক্ষরিক অর্থে ঘৃণা করার আদেশ নয়, বরং পূর্ণ আনুগত্যের ওপর জোর দেওয়ার জন্য একটি অলঙ্কারিক প্রকাশ।

যীশু চান আমরা যেন শিষ্যত্বের মূল্য হিসাব করি। ঈশ্বরের রাজ্যে অর্ধেক হৃদয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এমনকী কষ্ট, ত্যাগ এবং আত্মসমর্পণের মুখোমুখি হলেও তাঁকে অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ডিয়েট্রিচ

বনহোফার, যিনি হিটলারের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বিশ্বাসের কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, লিখেছিলেন, "খ্রিস্ট যখন কোনো মানুষকে ডাকেন, তখন তিনি তাকে এসে মরার জন্য আহ্বান জানান।" আমূল বাধ্যতা তার জীবনের মূল্য নিয়েছিল, কিন্তু তার সাক্ষ্য আজও বেঁচে আছে।

যীশু খ্রিস্টের শিষ্যত্ব: সামগ্রিক অঙ্গীকারের আহ্বান

যীশু খ্রিস্টের শিক্ষা অনুযায়ী শিষ্যত্ব কেবল একটি সামাজিক মর্যাদা নয়, বরং এটি খ্রিস্টেতে চলা, শেখা, বৃদ্ধি পাওয়া এবং ফলবান হওয়ার একটি গতিশীল ও জীবনব্যাপী যাত্রা। এটি কেবল বিশ্বাস করার আহ্বান নয়, বরং তাঁর মতো হয়ে ওঠার আহ্বান। যীশুর শিষ্যত্ব শিক্ষার মূলে রয়েছে মহান কমিশন (মথি ২৮:১৮-২০), যেখানে তিনি ঘোষণা করেন, "অতএব তোমরা গিয়া সমস্ত জাতিকে শিষ্য কর... আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।"

এখানে শিষ্যত্ব খ্রিস্টানদের জন্য ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়; এটি মণ্ডলীর মূল মিশন। এর সাথে জড়িয়ে আছে যাওয়া, বাপ্তিস্ম দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া এবং খ্রিস্টের এমন বাধ্য অনুসারী তৈরি করা যারা বিশ্বে তাঁর বার্তা এবং উপস্থিতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

যোহন ১৫:৪-৭ পদে যীশু শিষ্যত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক—তাঁতে লিপ্ত বা স্থায়ী থাকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আমাতে থাক, এবং আমিও তোমাদিগকে থাকি... যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই প্রচুর ফলে ফলবান হয়।" একজন শিষ্য কেবল বাহ্যিকভাবে খ্রিস্টকে অনুসরণ করেন না, বরং তিনি দ্রাক্ষালতারূপী খ্রিস্টের সাথে গভীরভাবে যুক্ত থাকেন এবং সেখান থেকেই জীবন, প্রজ্ঞা, শক্তি ও উদ্দেশ্য লাভ করেন। এই জীবন্ত সম্পর্ক ছাড়া শিষ্যত্ব তার সারমর্ম ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।

যীশু সত্য এবং বাধ্যতার ওপরও জোর দিয়েছেন। যোহন ৮:৩১-৩২ পদে তিনি শিক্ষা দেন, "তোমরা যদি আমার বাক্যেস্থির থাক, তবে সত্যই আমার শিষ্য; এবং তোমরা সত্যটি জানিতে পারিবে, আর সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" সত্য শিষ্যত্ব ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান ক্ষুধার দ্বারা চিহ্নিত, যা কেবল তথ্যের জন্য নয়, রূপান্তরের জন্য। বাক্যের মাধ্যমেই শিষ্যরা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারেন এবং সত্যের স্বাধীনতায় চলেন।

তবে শিষ্যত্ব ব্যয়বহুল। লূক ১৪:২৭-২৯ পদে যীশু শিষ্যত্বের আমূল রূপ উপস্থাপন করেছেন: "যে কেহ আপন ক্রুশ বহন করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আইসে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।" যীশুর অনুগমন করার জন্য আত্ম-অস্বীকৃতি, ত্যাগের জীবন এবং তাঁর খাতিরে কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা প্রয়োজন। এটি সমস্ত সম্পর্ক, সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে যীশুকে স্থান দেওয়ার আহ্বান জানায়। এটি নিরুৎসাহিত করার জন্য নয়, বরং শিষ্যদের রাজ্য-জীবনের বাস্তবতার জন্য প্রস্তুত করার জন্য।

শিষ্যত্ব মানে খ্রিস্টের চরিত্রকে প্রতিফলিত করে এমন ফল বহন করা। যোহন ১৫ অধ্যায়ে দেখা যায়, একজন শিষ্য তার মৌখিক ঘোষণার দ্বারা নয়, বরং তার ফলপ্রসূতা—প্রেম, সেবা, বাধ্যতা এবং নতুন শিষ্য তৈরির মাধ্যমে পরিচিত হন। পবিত্র আত্মার ফল (গালাতীয় ৫:২২-২৩) একজন সংযুক্ত শিষ্যের প্রমাণ হয়ে ওঠে। সুতরাং, যীশুর শিষ্যের গুণাবলি হলো: খ্রিস্টেতে স্থায়ী থাকা, তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতা, সত্য দ্বারা চিহ্নিত জীবন, তাঁর জন্য কষ্ট স্বীকারের ইচ্ছা এবং মিশন-মুখী হৃদয়। শিষ্যত্ব হলো সংকীর্ণ পথ, কিন্তু এটি প্রচুর জীবনের দিকে পরিচালিত করে। আরামপ্রিয় ও বাধ্যতাহীন বিশ্বাসের এই পৃথিবীতে যীশু আজও ডাকছেন, "আমার পশ্চাৎ আইস।"

ডিয়েট্রিচ বনহোফারের "দ্য কস্ট অফ ডিসিপ্লেনশিপ": খাঁটি বিশ্বাসের এক ভাববাদী আহ্বান

ডিয়েট্রিচ বনহোফারের ক্লাসিক গ্রন্থ "দ্য কস্ট অফ ডিসিপ্লেনশিপ" (শিষ্যত্বের মূল্য) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গভীর ধর্মতাত্ত্বিক রচনা হিসেবে বিবেচিত, যা খ্রিস্টানদের যীশু খ্রিস্টের এক আমূল ও খাঁটি অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানায়। ১৯৩৭ সালে নাৎসি জার্মানিতে "নাখফোল্গে" (Nachfolge) শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত এই বইটি জার্মানির মণ্ডলীর নৈতিক সংকট ও আধ্যাত্মিক আপসের সময়ে রচিত হয়েছিল। যখন অ্যাডলফ হিটলারের শাসনব্যবস্থা খ্রিস্টধর্মকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, তখন বনহোফার সুসমাচারের বিকৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

বনহোফার, একজন লুথারান পাস্টর এবং কনফেসিং চার্চের প্রধান সদস্য, বিশ্বাস করতেন যে মণ্ডলী এমন এক অনুগ্রহের সাথে আরামদায়ক হয়ে উঠেছে যা কোনো কিছু দাবি করে না—যাকে তিনি বিখ্যাতভাবে "সস্তা অনুগ্রহ" (cheap grace) বলে অভিহিত করেছেন। তার বই খ্রিস্টানদের যীশুর প্রকৃত আহ্বানকে পুনরায় আবিষ্কার করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল: এক ব্যয়বহুল, ক্রুশ-বহনকারী শিষ্যত্ব যা কষ্ট, ক্ষতি এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে—যেমনটি বনহোফারের নিজের জীবনে ঘটেছিল। ১৯৪৫ সালে হিটলারকে উৎখাত করার চক্রান্তে জড়িত থাকার কারণে নাৎসিরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

এই গ্রন্থের মূল বিষয় হলো সস্তা অনুগ্রহ এবং মহামূল্য অনুগ্রহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য। "সস্তা অনুগ্রহ হলো সেই অনুগ্রহ যা আমরা নিজেদের ওপর বর্ষণ করি... শিষ্যত্বহীন অনুগ্রহ, ক্রুশহীন অনুগ্রহ, যীশু খ্রিস্টহীন অনুগ্রহ।" বনহোফারের মতে, সস্তা অনুগ্রহ হলো অনুতাপ ছাড়া ক্ষমার প্রচার, শৃঙ্খলা ছাড়া বাপ্তিস্ম এবং পাপস্বীকার ছাড়া প্রভুভোজ। এটি এমন অনুগ্রহ যা পাপকে মোকাবেলা না করেই পাপীকে আশ্বস্ত করতে চায়, রূপান্তর ছাড়াই সান্ত্বনা দেয়।

অন্যপক্ষে, "মহামূল্য অনুগ্রহ হলো সেই সুসমাচার যা বারবার অন্বেষণ করতে হয়... এটি মূল্যবান কারণ এটি মানুষের জীবনের মূল্য দাবি করে, এবং এটি অনুগ্রহ কারণ এটি মানুষকে একমাত্র সত্য জীবন দান করে।" মহামূল্য অনুগ্রহ বিশ্বাসীদের পূর্ণ আত্মসমর্পণে যীশুর অনুগমন করার আহ্বান জানায়। এটি বাধ্যতা ও রূপান্তর দাবি করে, তবুও এটিই একমাত্র অনুগ্রহ যা সত্যই রক্ষা করে—কারণ এটি আমাদের ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত প্রভুর সাথে যুক্ত করে। এই অনুগ্রহ উপার্জন করা যায় না, তবে এটি নিষ্ক্রিয়ও নয়; এটি এমন এক উপহার যা আমূল সাড়া দিতে বাধ্য করে।

বনহোফার গিরি-প্রবচন এবং যীশুর শিক্ষা, বিশেষ করে লূক ৯:২৩ এবং লূক ১৪:২৭ থেকে গভীরভাবে উপাদান গ্রহণ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, শিষ্যত্ব মানে এখানে এবং এখনই যীশুর অনুগমন করা—তত্ত্বে বা আবেগে নয়, বরং বাস্তব জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত ও বাধ্যতায়। আজও এই বইটি মণ্ডলীর জন্য একটি ভাববাদী বাণী। মিশ্র ধর্মতত্ত্ব এবং কেবল সংস্কৃতির খ্রিস্টধর্মের যুগে, বনহোফার আমাদের সুসমাচারের আদি পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান—যীশুকে কেবল ত্রাণকর্তা হিসেবে নয়, প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে। তাঁর জীবন ও মৃত্যু তাঁর বার্তার সত্যতা প্রমাণ করে: সত্য শিষ্যত্ব আমাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু, হয়তো সবকিছুই কেড়ে নেবে—কিন্তু খ্রিস্টের মধ্যে প্রকৃত জীবন পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।

উপসংহার

আমূল বাধ্যতা সহজ নয়, তবে এটি সার্থক। এটি ঈশ্বরের বাক্যে রোপিত হৃদয় দিয়ে শুরু হয়, ত্যাগের মধ্যেও ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, কলুষিত পৃথিবীতে পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখে এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণে খ্রিস্টকে অনুসরণ করে। যে পৃথিবী আত্মরক্ষা এবং সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়, সেখানে যীশু আমাদের ক্রুশ তুলে নিয়ে তাঁর অনুগমন করার আমন্ত্রণ জানান। মূল্য হয়তো অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু পুরস্কার আরও মহান—খ্রিস্টের সাথে নিবিড়তা, জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনন্ত আনন্দ। আসুন আমরা এই সংকীর্ণ কিন্তু গৌরবময় পথ বেছে নিই এবং প্রেরিত পলের কথার প্রতিধ্বনি করি: "আমি খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে হত হইয়াছি; আর আমি জীবিত রহিয়াছি এমন নয়, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত রহিয়াছেন।"

প্রার্থনা

হে দয়াময় ও প্রেমময় ঈশ্বর, কেবল কথায় নয়, বরং আমূল বাধ্যতা ও সমর্পিত জীবনের মাধ্যমে তোমাকে অনুসরণ করার এই আহ্বানের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার বাক্যকে হৃদয়ে সঞ্চয় করতে, বাধ্যতা যখন কঠিন হয় তখনও তোমাকে বিশ্বাস করতে, এই কলুষিত পৃথিবীতে পবিত্র থাকতে এবং দ্বিধাহীনভাবে খ্রিস্টের অনুগমন করতে আমাদের শিক্ষা দাও। শিষ্যত্বের পথে চলার সময় আমাদের সাহস, বিশ্বাস এবং ধৈর্য দান করো। আমাদের জীবন যেন ক্রুশের শক্তি ও প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। যীশুর নামে প্রার্থনা করি। আমেন।